মেহেরপুরে ওএমএসে চাল-আটা বিক্রি; রাতভর লাইনে থেকেও ফিরে যাচ্ছেন অনেকে

পৌর এলাকার ৯টি ডিলারের বিক্রয় কেন্দ্র চত্বরে রাত ১০টা থেকে পরের দিনের ওএমএসের চাল আটা নিতে দুস্থ পরিবারের নারী পুরুষ লাইনে দাঁড়ায়। মেহেরপুর পৌরসভার তিন নম্বর ওয়ার্ডের ওএমএস ডিলার নীলমনি হল সড়কের আক্তারুজ্জামান সুমন। রোববার রাত ৩টায় সুমনের বিক্রয় কেন্দ্রের সামনে রোববার রাত ৩টায় অর্ধশত নারীকে শীতে জবু থবু হয়ে খোলা আকাশের নিচে অবস্থান করতে দেখা যায়। তাদের অবস্থানের দৃশ্যধারণ করলে দু‘জন মহিলা তেড়ে আসে ছবি তোলার প্রতিবাদ জানিয়ে।

এসময় আমার পক্ষ নিয়ে ওই মহিলাদের রুখে দিয়ে এক যুবতী বলেন- ‘মশার কামড় খেয়ে শীতে সারারাত বসে থাকছি লাইনের চাল কিনতে। তাতে আমাদের মান সম্মান যাচ্ছেনা। সাংবাদিকদের কাজ সাংবাদিকরা করুক। সাংবাদিকরাতো জেগে থাকে আমাদের জন্যই’। সাথে সাথে থেমে গেল দৃশ্য ধারণের প্রতিবাদ। মনে মনে কুর্ণিশ জানালাম ওই সাহসি যুবতীকে।

ওএমএসের চাল-আটা পেতে ভোক্তারা মশার কামড়ে ম্যালেরিয়া ও ডেঙ্গি আক্রান্ত হবার আশংকা উপেক্ষা করে সারারাত ডিলারের পয়েন্টে অবস্থান করেও চাল আটা পাচ্ছেনা। খালি হাতেই ফিরে যাচ্ছেন অনেক নারী পুরুষ। অনেকে সারারাত খোলা আকাশের নিচে অবস্থান করায় ঠান্ডজনিত রোগে আক্রান্ত হচ্ছে। রেশনিং কার্ড পদ্ধতিতে জেলার প্রতিটি মানুষের জন্য ক, খ ও গ শেণিতে কার্ডের মাধ্যমে ওএমএস চাল আটা দেবার বাদি সব শ্রেণির মানুষের।
দ্রব্যমূল্য ক্রয় ক্ষমতার বাইরে চলে যাওয়া এ অবস্থায় সবচেয়ে বেশি কষ্টে পড়েছেন সাধারণ মানুষ। নিম্ন ও নিম্ন-মধ্যবিত্তের মানুষেরা সংসার চালাতে হিমশিম খাচ্ছেন। আয়ের সঙ্গে ব্যয়ের হিসাব মিলছে না কিছুতেই। মানুষের কষ্ট কিছুটা লাঘব হয় সেজন্য সরকার খাদ্য অধিদপ্তরের খাদ্যবান্ধব কর্মসূচির আওতায় ওএমএসের বিক্রয়কেন্দ্রের মাধ্যমে সাধারণ মানুষের মাঝে সুলভ মূল্যে চাল ও আটা বিক্রি করছে। সপ্তাহের রোববার থেকে বৃহস্পতিবার এই পাঁচদিন ওএমএস ডিলার পয়েন্টে সুলভ মূল্যে চাল আটা বিক্রি করা হয়। তবে তা চাহিদার

তুলনায় একেবারেই অপ্রতুল বলছেন ভোক্তাসহ সব শ্রেণির মানুষ। খোলা বাজারে মোটা চালের কেজি ৬০ টাকা। সে চাল খাদ্য অধিদপ্তরের ওএমএসের (ওপেন মার্কেট সেল) মাধ্যমে ৩০ টাকায় কেনা যায় বলে লাইন দির্ঘ হচ্ছে। অন্যদিকে বাজারে আটার কেজি ৭৫ টাকা। লাইনে ১৮ টাকা কেজি পাওয়া যায়। তাও দুদিন আগে কেজিতে ৬ টাকা বাড়ানো হয়েছে। এখন লাইনে কিনতে হচ্ছে ২৪ টাকা কেজি দামে। তাও প্রতি ডিলার চাহিদার চাল আটা দিতে পারছেনা।

ওএমএসর ডিলারদের বিক্রয় কেন্দ্রগুলোতে সরেজমিন রোববার সারারাত ঘুরে দেখা গেছে রাত ৯টা থেকে মানুষ অবস্থান নিচ্ছে চাল আটা পাবার জন্য। যদিও পরের দিন সকাল ৯টায় চাল-আটা দেওয়া শুরুর সময়। রাত ৯টায় মেহেরপুর জেলা শহরের চার নম্বর ওয়ার্ডের ডিলার ফারুক হোসেনের বিক্রয় কেন্দ্রের নিকট দেখা যায় খোলা আকাশের নিচে একটি গাছের গোড়ায় সিমেন্টের খালি বস্তা পেড়ে খন্ড খন্ড হয়ে শুয়ে বসে আছে অনেক নারী। রেহেনা খাতুন নামে মধ্য বয়সী এক মহিলা জানান-সারারাত তারা ৩ কেজি আটা অথবা ৫ কেজি চালের জন্য অপেক্ষা করবেন। সকাল ৯টায় তাদের চাল আটা দেয়া হবে। রাত ১২টার মধ্যে শতাধিক নারী চলে আসবে এই চাল আটা নিতে। যারা সকালে আসবেন তারা নিশ্চিত নন চাল আটা পাবার বিষয়ে।।

মধ্যরাতে এসে লাইনে জায়গা না পেয়ে অনেকেই খালি হাতেই বাড়ি ফিরছেন। ৩ নম্বর ওয়ার্ডের ডিলারের বিক্রয় কেন্দ্রে রাত ৩টায় আসেন মাসুরা খাতুন নামের শহরের মাঠ পাড়ার এক মহিলা। লম্বা লাইন দেখে ক্ষোভ ঝাড়তে ঝাড়তে তাকে বাড়ি ফিরে যেতে দেখা গেল। ভিড় দেখেও অনেকে থেকে যাচ্ছে যদি অবস্থান করে চাল আটা মেলে আশায়। কিন্তু মিলছেনা।

শহরের ২ নম্বর ওয়ার্ডের ডিলার শামীম জাহাঙ্গীর সেন্টুর বিক্রয় কেন্দ্রে সোমবার সকাল ৮টায় গিয়ে দেখা যায়- ওএমএসের চাল ও আটা কিনতে মানুষের ভিড় চোখে পড়ার মতো। সকলের চোখে মুখে সারারাত জাগার ক্লান্তির ছাপ। তাদের কেউ কেউ রোববার দিবাগত রাত ৯টা থেকে লাইনে এসে দাঁড়িয়েছেন। সেখান থেকে চাল ও আটা কেনা রুপালী বেগম জানান- তিনি বাসাবাড়িতে গৃহকর্মীর কাজ করেন। তাকে রাত ৯টায় লাইনে পাঠানো হয় ওই বাসাবাড়ি থেকে। যখন তিনি আসেন তখন তার সামনে জনা কুড়ি নারী পুরুষ ছিলো। তিনি বলেন- সারারাত ঘুমহীন লাইনে থেকে বাসাবাড়িতে কাজ করতে কষ্ট হয়। তিনি আরও জানান- বাজার থেকে ৫ কেজি চাল আর ৫ কেজি আটা কিনতে যে টাকা লাগে তার থেকে ওএমএস কেনায় সাশ্রয় হয় অর্ধেক। তিনি যে বাসাবাড়িতে থাকেন তিনি মধ্যম আয়ের

সম্ভ্রান্ত মানুষ বলে জানান।
বাজারে নিত্যপণ্যের ঊর্ধ্বগতির কারণে সাধারণ মানুষ একটু কম দামে সরকারের খাদ্যবান্ধব কর্মসূচি থেকে চাল ও আটা কিনছিলেন। সাধারণ মানুষের কম দামে আটা কেনার সেই সুযোগও এখন সংকুচিত হয়ে আসছে। কারণ, ওএমএসের আটার দাম কেজিতে ৬ টাকা বাড়ানো হয়েছে।

লাইনে থেকেও চাল না পাওয়া এক রিকশাচালক জানান, শুধু শহরের নয়, গ্রাম থেকেও এখানে ওএমএসের চাল-আটা নিতে আসছে মানুষ। বিশেষ করে গত এক মাস থেকে নতুন নতুন মুখ আসছে। এখন গ্রাম পর্যায়েও খোলাবাজারে চাল-আটা বিক্রি করা দরকার।

সরকারের এক কর্মকর্তা নাম প্রকাশ না করার শর্তে বলেন- শুধু নিম্ন আয়ের নয় মধ্যম ও উচ্চ মধ্যম শ্রেনির মানুষেরও ক্রয় ক্ষমতা কমেছে। এজন্য ক, খ ও গ শ্রেনির কার্ডের মাধ্যমে রেশনিং পদ্ধতিতে চাল, ডাল, আটা, চিনি দেয়া উচিৎ। এই কর্মকর্তা আরও বলেছেন- অনেক পরিবারে অভাব থাকলেও তারা লাইনে দাঁড়িয়ে ওএমএস সুবিধা নিতে পারছে না।

জানতে চাইলে ২ নম্বর ওয়ার্ডের ডিলার শামীম জাহাঙ্গীর সেন্টু জানান- ‘আমরা ২০০ জনকে দিতে পারি, কিন্তু মানুষ আসেন তিন শর বেশি। সরকারিভাবে যে চাল বরাদ্ধ পাওয়া যায় ৫ কেজি করে ১১১ জনকে দেয়া যায়। আটার চাহিদা বেশী থাকার কারনে ৫ কেজির স্থলে ৩ কেজি করে ১৮৫ জনের কাছে বিক্রি করা হয়। এক মাস ধরে অনেক নতুন মুখের মানুষ আসছেন, যারা কখনও চালের জন্য শহরে আসেননি। এই কারণেই অনেকেই লাইনে দাঁড়িয়েও চাল আটা পাচ্ছেনা।’

মেহেরপুর কারাগারের আসামির মৃত্যু

মেহেরপুর কারাগারে হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়লে মো. মুনসুর আলী (৫১) নামের এক কয়েদিকে মেহেরপুর ২৫০ শয্যার মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়। সেখানে চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন। বৃহস্পতিবার (২৪ নভেম্বর) বেলা সাড়ে ১১ টার দিকে মেহেরপুর

কারাগার থেকে গুরুতর অসুস্থ অবস্থায় তাকে মেহেরপুর ২৫০ শয্যার জেনারেল হাসপাতালে নিয়ে আসেন। পরে রাত সাড়ে ৮ টার দিকে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তাকে মৃত ঘোষণা করেন।
মেহেরপুর হাসপাতালের আবাসিক মেডিকেল অফিসার (আরএমও) ডাক্তার মকলেছুর রহমান জানান, শ্বাসকষ্ট ও ঠান্ডা জনিত রোগ নিয়ে তাকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছিল। কিছুটা সুস্থ্যও হয়ে উঠেছিল রোগী। হঠাৎ তার শ্বাসকষ্ট শুরু হয়। ধারণা করা হচ্ছে তার হঠাৎ হার্ট এ্যাটাক হয়েছিলো।।
মেহেরপুর জেলখানার জেলার মোঃ মখলেছুর রহমান জানান, গত ২২ নভেম্বর মঙ্গলবার তাকে নরশিংদী জেলখানা থেকে মেহেরপুর কোর্টের একটি মামলায় মেহেরপুর জেলখানাতে নিয়ে আসে। আজ বৃহস্পতিবার (২৪ নভেম্বর) বেলা ১১ টার দিকে হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়লে আমরা তাকে দ্রুত মেহেরপুর ২৫০ শয্যার জেনারেল হাসপাতালে নিয়ে আসি। রাত সাড়ে ৮ টার দিকে চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন।
মুনসুর আলী নরসিংদী জেলার রাইপুর উপজেলা শহরের সনু মিয়ার ছেলে। মেহেরপুর কোর্টে তার নামে প্রতারনার অভিযোগে ৪২০ ধারায় একটি মামলা রয়েছে। আগামী রবিবার সে মামলার শুনানির তারিখ নির্ধারিত রয়েছে।
মরদেহ ময়নাতদন্তের জন্য জেনারেল হাসপাতালের মর্গে রাখা হয়েছে। বিষয়টি কারা কর্তৃপক্ষকে জানানো হয়েছে।

মোনাখালী এডুকেশনাল ডেভেলোপমেন্ট এ্যাসোসিয়েশনের মত বিনিময় সভা

মুজিবনগর উপজেলার মোনাখালী এডুকেশনাল ডেভেলোপমেন্ট এ্যাসোসিয়েশনের (মেডা) মত বিনিময় সভা ও নিবন্ধন সনদ গ্রহণ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

বৃহস্পতিবার (২৪ নভেম্বর) দুপুরের দিকে মোনাখালী বাজার ঈদগাহ প্রাঙ্গণে এই মতবিনিময় সভা ও নিবন্ধন সনদ গ্রহণ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়।

মোনাখালী এডুকেশনাল ডেভেলোপমেন্ট এ্যাসোসিয়েশনে (মেডা)’র সহ

সভাপতি মো: সালাউদ্দীনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন মেহেরপুর জেলা সমাজ সেবা অধিদপ্তরের উপপরিচালক (ভারপ্রাপ্ত) কাজী কাদের মোহাম্মদ ফজলে রাব্বি।

বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন মুজিবনগর উপজেলা সমাজ সেবা অফিসার মো: আব্দুর রব, মেহেরপুর জেলা সমাজ সেবা অফিসের জেলা নিবন্ধন অফিসার কাজী মো: আবুল মুনসুর।

মোনাখালী এডুকেশনাল ডেভেলোপমেন্ট এ্যাসোসিয়েশনের (মেডা)’র সাধারণ সম্পাদক আল ইকরাম সোহাগ ও সহ সাধারণ সম্পাদক নাইমা শ্রাবণীর যৌথ সঞ্চালনায় অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন প্রতিষ্ঠাতা উপদেষ্টা অবসরপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক ফিরাতুল ইসলাম, দারিয়াপুর মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক আনারুল ইসলাম, উপদেষ্টা যথাক্রমে, মোনাখালী মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক (ভারপ্রাপ্ত) হাজী ছাদেক আলী, পুরন্দরপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক শিরিন আক্তার,শাহিনুর রহমান মানিক ও রোকুনুজ্জামান বকুল ।

মোনাখালী এডুকেশনাল ডেভেলোপমেন্ট এ্যাসোসিয়েশন (মেডা) এলাকার হতদরিদ্র শিক্ষার্থীদের সহায়তা ও গ্রামের ছাত্র ছাত্রীদের শিক্ষার মান উন্নয়নে স্বেচ্ছাসেবী সংগঠণ হিসেবে কাজ করে যাচ্ছে। সংগঠনটি সমাজ সেবা অধিদপ্তরের কর্মকর্তাদের হাত থেকে নিবন্ধন সনদ গ্রহণ করেন সংগঠনের সভাপতি, সাধারণ সম্পাদকসহ অন্যান্য সদস্যবৃন্দ।

এসময় সংগঠনের সদস্যবৃন্দ, এলাকার সুধীজন ও শিক্ষার্থীরা উপস্থিত ছিলেন।

মুজিবনগরের বাগোয়ান ইউনিয়নে উপজেলা যুবমহিলা লীগের উঠান

বৈঠক

“উন্নয়নের অগ্রযাত্রায় বাংলাদেশ” প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ সরকারের উন্নয়ন এবং জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেনের হাত ধরে মেহেরপুর তথা মুজিবনগরের উন্নয়নের কথা তৃণমূলের সাধারণ মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে। বাংলাদেশ যুবমহিলা লীগের কেন্দ্রীয় নির্বাহী সদস্য মেহেরপুর যুবমহিলা লীগের দায়িত্বপ্রাপ্ত নেত্রী মেহেরপুরের নারী জাগরনের অগ্রদূত সৈয়দা মোনালিসা ইসলামের নির্দেশে পর্যায়ক্রমে উপজেলা ব্যাপি উঠান বৈঠক করছে উপজেলা যুব মহিলা লীগ।

তারই ধারাবাহিকতায় মুজিবনগর যুবমহিলা লীগের নেতৃত্বে বাগোয়ান ইউনিয়নের ৫ নম্বর ওয়ার্ডের বাগোয়ান গ্রামে যুবমহিলা লীগের উঠান বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে।

উঠান বৈঠকে মুজিবনগর উপজেলা যুবমহিলা লীগের সভাপতি তকলিমা খাতুন জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী এবং সৈয়দা মোনালিসা ইসলামের পক্ষে গ্রামের সাধারণ মহিলাদের বিভিন্ন অভাব, অভিযোগ ও সুখ দু:খের কথা শোনেন এবং প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার উন্নয়ন এবং প্রিয় নেতা ফরহাদ হোসেন এমপি এর কথা তৃণমূলে পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে বিশেষ করে মহিলাদের মাঝে তুলে ধরার মাধ্যমে, শেখ হাসিনার হাতকে শক্তিশালী করে, আগামী নির্বাচনে ফরহাদ হোসেনকে পুনরায় নির্বাচিত করার মাধ্য দিয়ে মেহেরপুর মুজিবনগরের উন্নয়নের ধারাকে অব্যাহত রাখতে মা বোনদের প্রতি আহ্বান জানান তিনি।

বৃহস্পতিবার বিকেলে মুজিবনগর উপজেলা যুব মহিলা লীগের সভাপতি তকলিমা খাতুনের সভাপতিত্বে এবং মোনাখালি ইউনিয়ন যুব মহিলালীগের সাধারণ সম্পাদক মরিয়ম খাতুন এর

সঞ্চালনায় এই উঠান বৈঠকে ভার্চুয়ালি প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, মেহেরপুরের নারী জাগরণের অগ্রদূত বাংলাদেশ আওয়ামী যুব মহিলা লীগের নির্বাহী সদস্য এবং জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেনের সহধর্মিনী সৈয়দা মোনালিসা ইসলাম।

উপস্থিত ছিলেন, ৫ নং ওয়ার্ড যুব মহিলালীগের সভাপতি সাধারণ সম্পাদকসহ যুব মহিলা লীগের নেতাকর্মীবৃন্দ এবং বিপুল সংখ্যাক যুব মহিলা লীগের কর্মী ও সমর্থকবৃন্দ।

মেহেরপুরের নিউ সাত্তার ডেন্টালের ভুল চিকিৎসার খেসারত দিচ্ছে কিশোর

মেহেরপুর শহরের নিউ সাত্তার ডেন্টালের মালিক খোকনের ভুল চিকিৎসার খেসারত দিতে হচ্ছে বাহারইন প্রবাসী আবু সাজ্জাদ রুপম
(১৩) নামের এক কিশোরকে।

আবু সাজ্জাদ রুপম মেহেরপুর সদর উপজেলার নতুন মদনাডাঙ্গা গ্রামের আবুল কালাম আজাদের ছেলে। বর্তমানে রুপম ও তার পরিবারের লোকজন বাহারাইন প্রবাসী।

এখানে চিকিৎসার পর থেকেই ওই দাঁতটি ক্ষত সৃষ্টি হয়েছে। দাঁতের গোড়ায় পুঁজ সৃষ্টি হয়েছে।মাঝে মাঝে দাঁতে যন্ত্রণা উঠে তার মুখ ফুলে যায়। এছাড়া এখন চোখেও মারাত্বক যন্ত্রণা হচ্ছে বলে জানান রুপমের খালা দিলরুবা খাতুন।

তিনি বলেন, ইতোমধ্যে রুপমকে সেখানে চিকিৎসা করাতে গিয়ে প্রায় দেড় লাখ টাকা খরচ হয়েছে। এছাড়া পুরোপুরি সুস্থ্য করতে আরো ২ লাখ টাকা খরচ হবে।

আজ বৃহস্পতিবার (২৪ নভেম্বর) দুপুরের দিকে রুপমের খালা দিলরুবা খাতুন মেহেরপুর নিউ সাত্তার ডেন্টালে আসলে অকথ্য ভাষায় গালিগালাজসহ ইট দিয়ে মারতে যায় মো: খোকনের ছেলে সুজন আলী।

এঘটনায় রুপমের খালা দিলরুবা খাতুন বাদী হয়ে মো: খোকন ও তার ছেলে সুজন আলীর উপযুক্ত শাস্তির দাবিতে সদর থানায় একটি লিখিত অভিযোগ দিয়েছেন।

রুপমের খালার অভিযোগ, প্রায় তিন বছর পূর্বে তার বোনের ছেলে আবু সাজ্জাদ রুপমের একটি দাঁত টিউবওয়েলের হাতলে লেগে ফেটে যায়। পরে তাকে নিয়ে মেহেরপুর শহরের হোটেল বাজারের কাছে নিউ সাত্তার ডেন্টালে নিয়ে আসলে আঘাঁতপ্রাপ্ত দাঁতটি কেটে দেন ডাক্তার মো:

খোকন। তবে দাঁতে ক্যাপ পরাবেন ঢাকার জনৈক ডাক্তার। তিনি ছোট শিশুর দাঁত কেটে দেওয়া মারাত্বকভাবে স্থানীয় ডাক্তারদের উপর চরম ক্ষিপ্রতা দেখান ঢাকা থেকে আসা ওই চিকিৎসক।

ছোট শিশুটির দাঁত কাটা ভুল হয়েছে বলে জানান ওই ডাক্তার। ক্যাপ পরাতে না চাওয়ায় ঢাকার ওই ডাক্তারকে মারতে যান সুজন আলী। পরে চাপাচাপিতে ঢাকার ডাক্তার ক্যাপ পরান। নিউ সাত্তার ডেন্টালের পক্ষে খোকন

১৫ হাজার টাকা চুক্তি ও রোগীর এই ক্যাপ ২০ বছরের গ্যারান্টি দেন খোকন আলী। কিন্তু তিন বছরের মধ্যে রোগীর দাতে ইনফেকশন শুরু হয়েছে। এখন রোগী এই দাঁতে ইনফেকশন হয়ে মৃত্যু ঝুঁকির মধ্যে পড়েছে। এই ঘটনায় ক্ষতিপুরণসহ অভিযুক্ত মো: খোকন ও তার ছেলে সুজন আলীর প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণেরও আহবান জানান তিনি।

এব্যাপারে নিউ সাত্তার ডেন্টালের মালিক মো: খোকন বলেন, চিকিৎসায় কোনো ভুল ছিলনা। সব চিকিৎসায় এভাবে দু একটা রোগীর সমস্যা দেখা দিতে পারে।

মেহেরপুর সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) রফিকুল ইসলাম বলেছেন, আমি বাইরে ছিলাম। অভিযোগপত্রটি হয়তো বকসির কাছে রয়েছে। দেখে তদন্ত সাপেক্ষে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

শ্বাসত গ্রাম বাংলার চিরায়ত রূপ

শ্বাসত গ্রাম বাংলার কিছু চিরায়ত নিদর্শন শহর বা গ্রামঞ্চল ভেদে আমাদের নতুন প্রজন্মের কাছে জানা বিশেষ প্রয়োজন।সেই সূত্রে গাছ আমাদের সংস্কৃতিতে বিশাল স্থান দখল করে আছে।

গ্রামঞ্চলের মাঠ ঘাটে বিভিন্ন গাছের সমারোহ সৃষ্টি করে এক নৈসর্গিকতা। শিল্পীর আঁকা ছবির মতই দাঁড়িয়ে আছে গাছের সারি।

ছবিটি গাংনী উপজেলার ধর্মচাকী মাঠের মধ্যে থেকে তুলেছেন জুলফিকার

আলী কানন।

মেহেরপুরে আনসার ভিডিপি সমাবেশ অনুষ্ঠিত

মেহেরপুর সদর উপজেলা আনসার ও গ্রাম ভিডিপি সমাবেশ আনসার সদস্যদের মাঝে বাইসাইকেল বিতরণ করা হয়েছে।
আজ বৃহস্পতিবার (২৪ নভেম্বর) সকালে আনসার ভিডিপি কার্যালয়ে এই সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

মেহেরপুর সদর উপজেলা নির্বাহী অফিসার ওবায়দুল্লাহের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সমাবেশে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন জেলা আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর জেলা কমান্ড্যন্ট সাহাদত হোসেন।

বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন মেহেরপুর সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) রফিকুল ইসলাম, সদর উপজেলা কৃষি অফিসার নাসরিন পারভীন, উপজেলা নির্বাচন অফিসার দোলন কান্তি চক্রবর্তী, আনসার ভিডিপি উন্নয়ন ব্যাংকের সদর শাখার ব্যবস্থাপক হেলাল উদ্দীন, মুজিবনগর উপজেলা আনসার ভিডিপি কর্মকর্তা মিরাজুল ইসলাম, আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর অতিরিক্ত সার্কেল অ্যাডজুটেন্ড আল মামুন, গাংনী উপজেলা আনসার ভিডিপি কর্মকর্তা জিএম শাওন।

আনসার ভিডিপির ইউনিয়ন ও গ্রাম লিডারদের ভাল কাজের স্বীকৃতিসরুপ সদর উপজেলার সুবিদপুর সহকারী কোম্পানী সাইদুজ্জামান, বুড়িপুতা ইউনিয়ন দলনেতা কাওসার আলী, কেশবপুর ওয়ার্ড দলনেতা সানোয়ার, আমদহ গ্রামের ভিডিপি সদস্য জাহিদ আলী, দীঘিরপাড়া ওয়ার্ড দলনেতা সবুজ আলীকে বাইসাইকেল ও ৫ জন সদস্যকে ছাতা উপহার প্রদান করেন।

মেহেরপুর পুলিশের অভিযানে ৫ আসামি গ্রেফতার

২৪ ঘন্টার অভিযানে বিভিন্ন মামলার ৫ জন আসামিকে গ্রেফতার করেছে মেহেরপুর সদর ও গাংনী থানা পুলিশের পৃথক দল।
এদের মধ্যে মেহেরপুর সদর থানা পুলিশ ৪ ও গাংনী থানা পুলিশ ১ জনকে গ্রেফতার করেছে।

বুধবার দিবাগত রাতের বিভিন্ন সময়ে আজ বৃহস্পতিবার (২৪ নভেম্বর) ভোররাত পর্যন্ত দুটি উপজেলার বিভিন্ন স্থানে অভিযান চালিয়ে এসব আসামি গ্রেফতার করে পুলিশ।

গ্রেফতারকৃতদের মধ্যে রয়েছে, চুরি মামলায় ১ মাদক মামলায় ১ জন ও আদালতের পরোয়ানাভূক্ত আসামি ৩ জন।

মেহেরপুর সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) রফিকুল ইসলাম ও গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুর রাজ্জাকের নেতৃত্বে পুলিশের পৃথক টিম এসব অভিযান পরিচালনা করেন।

আজ বৃহস্পতিবার দুপুরের দিকে গ্রেফতারকৃতদের আদালতের মাধ্যমে জেল হাজতে প্রেরণ করা হয়েছে।

মেহেরপুরে মোবাইলে ভিডিও করে চাঁদা দাবী ২ নারীসহ ৪ জন গ্রেফতার

মোবাইল ফোনে ডেকে নিয়ে আটকিয়ে রেখে চাঁদা দাবী মামলায় চাদাঁবাজী চক্রের ২ নারী সদস্যসহ ৪ জনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ।

গ্রেফতারকৃতরা হলেন, মেহেরপুর শহরের ১ নং ওয়ার্ডের ঘোষপাড়া এলাকার শফিকুল ইসলামের স্ত্রী বহুল আলোচিত রুমানা ইয়াসমীন ওরফে

রুমা (৪৫), তার সহযোগী চুয়াডাঙ্গা জেলার দামুড়হুদা উপজেলার চারুলিয়া গ্রামের খাঁপাড়া এলাকার রাসেল আহমেদের মেয়ে বর্তমানে বামনপাড়া এলাকায় ভাড়া বাসাতে বসবাসরত বিলকিস রাবেয়া ওরফে টুম্পা (২৫), মেহেরপুর ঘোষপাড়া এলাকার দুলাল শেখের ছেলে শাজাহান (২৬) ও আখের আলীর ছেলে হাসান আলী (২৮)।

এসময় তাদের কাছ থেকে চাঁদাবাজীর ১৭ হাজার টাকা ও ৫ টি মোবাইল সেট উদ্ধার করা হয়েছে। মেহেরপুর সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) রফিকুল ইসলাম এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

এর আগে চুয়াডাঙ্গা শহরের ১ নং ওয়ার্ডের মাঝপাড়া এলাকার সব্জী আড়ৎ ব্যবসায়ী স্বপন আলীর স্ত্রী উম্মে রুমানা সিদ্দিকা বাদী হয়ে দন্ড বিধির ৩৪২/৩৮৫/৩৮৬/৩৮৭ ধারায় বুধবার (২৩ নভেম্বর) মেহেরপুর সদর থানায় একটি মামলা দায়ের করেন। যার মামলার নং ৩৩।

গ্রেফতারকৃত ৪ আসামিকে বুধবার বিকালের দিকে আদালতের মাধ্যমে কারাগারে পাঠানো হয়েছে।

চুয়াডাঙ্গা মাঝেরপাড়ার স্বপন এর স্ত্রী উম্মে রোমানা সিদ্দিকার দায়ের করা মামলার সূত্রে জানা গেছে, মঙ্গলবার মেহেরপুর শহরের ঘোষপাড়ার শফিকুল ইসলামের স্ত্রী রুমানা ইয়াসমিন তার সহযোগীদের নিয়ে চুয়াডাঙ্গা থেকে মোবাইল ফোনের মাধ্যমে স্বপনকে ঘোষপাড়ায় ডেকে নেন। পরে তাকে রোমানার বাড়িতে আটক রেখে স্বামীর মোবাইল ফোন থেকে মোবাইল ফোনে ২ লক্ষ টাকা চাঁদা দাবি করেন। কথাপোকথনের এক পর্যায়ে এত টাকা দিতে অপরাগত করলে সে ৩০ হাজার টাকা দাবী করে। পরে একটি এজেন্ট বিকাশ নং ০১৯৭০-৪৯০২৪৮ দেন। সেই বিকাশ মোবাইল নং এ দুই দফায় ৫ হাজার করে ১০ হাজার টাকা প্রদান করে বাদী। বাদী উম্মে রুমানা সিদ্দিকা বিষয়টি চুয়াডাঙ্গা ডিবি পুলিশকে অবহিত করলে চুয়াডাঙ্গা ডিবি পুলিশের একটি টিম মেহেরপুর পৌঁছে সদর থানা পুলিশের সহযোগিতা নিয়ে ঘোষপাড়া রোমানা ইয়াসমীন রুমার বাড়িতে অভিযান চালিয়ে স্বপনকে উদ্ধার করেন।এসময় এবং রুমানা ইয়াসমিনসহ, আবুল হাসন, শাজাহান আলী এবং বিলকিস খাতুনকে গ্রেফতার করেন।

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, রুমানা ইয়াসমীন একটি নারী চক্র গড়ে তুলে নারীদের দিয়ে ব্যবসায়ীসহ বিভিন্ন লোকজনকে প্রেমের সম্পর্ক গড়ে তুলে শারীরিক সম্পর্ক ও ভিডিও ধারণ করে ব্লাকমেইল ও চাঁদাবাজী করে আসছেন।

এদিকে পুলিশের টিম অভিযান চালিয়ে রোমানাসহ তার অপর তিন সহযোগীকে গ্রেফতারের সময় ঘোষপাড়া এলাকার লোকজন শ্লোগান দিতে থাকে তার বিচারের দাবীতে। নাম প্রকাশ না শর্তে এলাকাবিরা জানান, রোমানা ইয়াসমীন ওরফে রুমা একটি চক্র গড়ে তুলে দীর্ঘদিন যাবৎ অনৈতিক কার্যক্রম চালিয়ে আসছে। তার ভয়ে এলাকার মানুষজন তটস্থ থাকে। বিভিন্ন সময় অপরিচিত লোকজন তার বাড়িতে আসা যাওয়া করেন।

গাংনীতে অগ্নিকান্ড লক্ষাধিক টাকার ক্ষতি

রান্না ঘরের চুলার আগুনে অগিন্কান্ডের সূত্রপাত হয়ে সৃষ্ট অগ্নিকান্ডে ঘরে রাখা লক্ষাধিক টাকার ফসল ও অন্যান্য মালামাল পুড়ে ভস্মিভূত হয়েছে।

বুধবার (২৩ নভেম্বর) সন্ধ্যায় গাংনী ◌্উপজেলা শহরের মহিলা কলেজপাড়া এলাকার ময়নাল হকের বাড়িতে এই অগ্নিকান্ডের ঘটনা ঘটে।

বাড়ির মালিক ময়নাল হক বলেন, রান্না ঘরের চুলার আগুন থেকে অসাবধানতা বসত আগুন পাশের রুমে ছড়িয়ে পড়ে। ওই ঘরের মধ্যে থাকা ধান চালসহ অন্যান্য মালামাল পুড়ে গেছে। আনুমানিক লক্ষাধিক টাকার মালামাল পুড়ে গেছে বলে জানান তিনি।

স্থানীয়রা আগুন নেভানোর পাশাপাশি বামন্দী ফায়ার সার্ভিসকে খবর দেন।ফায়ার সার্ভিসের একটি টিম ঘটনাস্থলে পৌছানোর পূর্বেই সব মালামাল পুড়ে যায়।